কাঠের বিকল্প

আসবাব ঘরের শ্রীবৃদ্ধিতে অপরিহার্য। আর আসবাব তৈরির প্রধান নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে কাঠের ব্যবহারই সবচাইতে বেশি। কিন্তু সামর্থের সাথে কাঠের ব্যবহার আসবাবের সৌন্দর্য ও টেকসই দিকটাকে অনেকটাই প্রশ্নের মুখে ফেলে। অথচ আপনার পছন্দের আসবাব তৈরি হতে পারে টেকসই ও সাশ্রয়ী মূল্যে আপনারই পছন্দের কাঠের টেকচারে। যদি নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয় পারটেক্স, ভিনিয়ার্ড অথবা প্লাইউড। আর এই কাঠের বিকল্প নিয়েই লিখেছেন

শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

আবাসযোগ্য যে কোনো গৃহেই যে জিনিসটি খুব সাধারণ তা হচ্ছে কাঠের আসবাব। সামর্থানুসারে এর বিভিন্ন রকম ডিজাইন ও ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রতিটি গৃহিণীরই স্বপ্ন থাকে তার শখের গৃহে অন্তত একটি আসবাব সেগুন কাঠের তৈরি করার। আর তাই অভিজাত শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে যে কোনো গ্রামের গৃহস্থলি বাড়িতেও সেগুন কাঠ অত্যন্ত জনপ্রিয় আসবাব নির্মাণের কাঠ হিসেবে পরিচিত। এছাড়া চাপালিশ, কড়ই, গর্জন ইত্যাদির ব্যবহারও বহুল। এদেশে মূলত বার্মা থেকেই সেগুন কাঠ আমদানি করা হয়। এছাড়াও দেশের একটা বিরাট চাহিদা মিটিয়ে থাকে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল থকে সংগৃহীত সেগুন কাঠসহ অন্যান্য কাঠ।

মূলত যে কোনো কাঠেরই মান নির্ভর করে গাছটির বয়সের ওপর। গাছের বয়স যত বেশি হবে ততই এর বাইরের আবরণ পুরু হতে থাকে। আর পরবর্তীতে এ গাছ থেকে মজবুত কাঠ পাওয়া সম্ভব হয়। তবে কাঠের সর্বোপরি মান নির্ভর করে লগ হিসেবে কাটার পর এর প্রসেসিংয়ের ওপর। আর এই প্রসেসিং যত ঠিক মতো হবে কাঠের গুণাগুণও ততই বাড়তে থাকবে, আর সেই কাঠের আসবাবও ততটাই টেকসই ও সুন্দর হবে।

মূলত সেগুন কাঠের বাহারি টেকচারের জন্যই এর চাহিদা সবচাইতে বেশি। তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ঠিক কাঠ পাবার মতো ভাগ্য অধিকাংশ ক্রেতারই ভাগ্যে জোটে না। ফলে যতই সময় যেতে থাকে দেখা যায় আসবাবের মাঝে জোড়ার দাগ, কখনো বা তাতে বাঁক ধরে যায়। শখ করে বানানো আলমিরার অথবা ঘরের কারুকাজ করা প্রধান ফটক বর্ষার মৌসুমে খোলা ও বন্ধ রীতিমতো কসরতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তবে যথেষ্ট অর্থের সংকুলান করা গেলে রাজধানীর বেশকিছু ফার্নিচার মানসম্পন্ন কাঠের নিশ্চয়তা দিতে পারে। আর এর নিশ্চয়তা অধিকাংশের পক্ষেই অসম্ভব। সেহেতু ফার্নিচার তৈরির এ ঝামেলাগুলো থেকে আপনি একেবারেই মুক্ত হতে পারছেন না। একমাত্র কাঠের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারলেই এসব সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

কাঠের বিকল্প হিসেবে দেশে অনেক দিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে পারটেক্স, প্লাই বোর্ড ও ভিনিয়ার্ড বোর্ড। এর মধ্যে ভিনিয়ার্ড বোর্ডের ব্যবহারই সরাসরি কাঠের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার বেশি। বিশেষভাবে নির্বাচিত উপকরণ থেকে প্রথম যত পারটেক্স তৈরি হয় আর বিভিন্ন কাঠের ছাল বাছাই করে তৈরি পারটেক্স বোর্ডের যে কোনো একদিকে পেস্ট করে তৈরি করা হয় ভিনিয়ার্ড বোর্ড। আর এই কাঠের টেকচারই একে কাঠের

বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের উপযোগিতা বাড়ায়।

বর্তমান বাজারে ঘরের আসবাব নির্মাণের কাজে খুব একটা না হলেও যে কোনো অফিসের ফার্নিচার ব্যবহারে এ ধরনের ভিনিয়ার্ড ও পারটেক্সের ব্যবহারই সর্বোত্তম। অনেক গৃহিণীই মনে করেন এ ধরনের উপকরণে তৈরি ফার্নিচার যথেষ্ট টেকসই হয় না। অথচ যে ফার্নিচার অফিস-আদালতে নির্দ্বিধায় পাঁচ থেকে ছ'বছরে টিকে থাকে সাধারণ গৃহ আসবাব হিসেবে, টেকসই দিকটা নিশ্চয়ই এরচেয়ে বেশি হবে। প্রকৃত ব্যবহারকারীদের মতামতে জানা যায় যে, দামে প্রায়ই এ ধরনের উপকরণ খুব সহজেই আট-দশ বছর টিকে থাকে। এরপর সামান্য মেরামত করিয়ে নিলে এর টিকে থাকার সময়ও অনেক বেড়ে যায়।

সাধারণ কাঠ দিয়ে ডাইনিং টেবিল বানাতে গিয়ে অনেকেই বেশ ঝামেলায় পড়েন, কেননা টেবিল টপ কাঠের তৈরি করতে চাইলে কোনো প্রকারেই তা জোড়া ছাড়া সম্ভব হয় না। আর বেশকিছু দিন পরেই দেখা যায়, জোড়ায় মাঝে মাঝে ফাঁক তৈরি হয়ে যায় এবং দুটি অংশ ওপর নিচে হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয় যা বহু মূল্যের টেবিলটির শ্রীহানি ঘটায়। অথচ ভিনিয়ার্ড বোর্ড ব্যবহার করলে সহজেই এ সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়, কেননা প্রচলিত বাজারে বিক্রীত এর মাপ হচ্ছে ৮'X৪', যা দ্বারা সহজেই বিনা জোড়ায় একটি ডাইনিং টেবিল বানানো সম্ভব।

ভিনিয়ার্ড বোর্ড যে কেবল মূল্যেই সাশ্রয়ী তাই নয়, এতে পছন্দসই বিভিন্ন টেকচারও পাওয়া সম্ভব অর্থাৎ আপনি যদি আপনার ডাইনিং রুমের সব ফার্নিচার সেগুন কাঠের মতো বানাতে চান তাহলে টেকচার হিসেবে টিক ভিনিয়ার্ড পছন্দ করলেই তা করা সম্ভব। অবশ্য এ ধরনের টেকচারের ক্ষেত্রে দামের কিছুটা তারতম্য হয়ে থাকে। কাজ ভেদে বিভিন্ন গুরুত্বের টিক ভিনিয়ার্ড ব্যবহার আসবাব তৈরির খরচকে আরও কমিয়ে আনতে পারে। তবে সেল্‌ফ, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, আলমিরা ইত্যাদি তৈরিতে ৩/৪ ইঞ্চি গুরুত্বের বোর্ড ব্যবহারই সবচাইতে ভালো। যেহেতু নির্দিষ্ট গুরুত্বে একেবারে মসৃণ অবস্থায় পাওয়া যায় সেহেতু এ ধরনের বোর্ড দিয়ে আসবাব তৈরি করবার সময় র‍্যাঁদা করবার প্রয়োজন পড়ে না। তাই অনেক দ্রুত আসবাব তৈরি করা সম্ভব হয়।

অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় কাঠের ফার্নিচারের ডিজাইনে কোনো বাঁকা অংশ, অথবা অর্ধবৃত্তাকার অংশ থাকলে তা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় ও কাঠের অপচয় হয়। কিন্তু ভিনিয়ার্ড বোর্ডের পাশাপাশি যদি পাতলা প্লাই বোর্ড ব্যবহার করা হয় তাহলে খুব সহজেই তা তৈরি করা সম্ভব। তবে দুটি উপাদানেরই টেকচার বা

উপকার গাছের ছালের গড়ন মিলিয়ে নিতে হবে যা অত্যন্ত সহজ। এ ধরনের বোর্ড দিয়ে ফার্নিচারে জোড়া লাগাবার পাশাপাশি সাদা আইকা ও হলুদ আইকা ব্যবহার করা হয়। তবে পুরো ফার্নিচারেই মিস্ত্রিরা খেয়াল রাখেন যাতে করে পেরেকের ব্যবহার কম হয়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে সাধারণ কাঠের কাজ করছেন এ ধরনের মিস্ত্রিকে নিয়োগ করিয়ে বোর্ড দিয়ে ফার্নিচার তৈরি করানো উচিত হবে না, কেবল মাত্র বোর্ড দিয়ে ফার্নিচার তৈরিতে অভিজ্ঞ মিস্ত্রিই নিয়োগ করতে হবে।

এ ধরনের ভিনিয়ার্ড বোর্ড দিয়ে যে ধরনের ফার্নিচার তৈরি সবচাইতে বেশি উপযোগী তা হচ্ছে শেলফ্ কম্পিউটার টেবিল, সাধারণ টেবিল, ডাইনিং টেবিল, আলমিরা, বিশেষ কোনো শেড ল্যাম্প, দরজা, কিচেন কেভিনেট, সিলিং ইত্যাদি। ভিনিয়ার্ড বোর্ড ফার্নিচার তৈরি করতে খেয়াল রাখতে হবে যত বেশি জ্যামিতিক ডিজাইন করা যায় ততই এর শ্রীবৃদ্ধি হবে। অবশ্য এখনকার স্মার্ট লিভিং রুমে আগের দিনের মতো ফুল, লতা, পাতা খচিত ফার্নিচারের ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে।

আপনার কাঙ্ক্ষিত ফার্নিচার তৈরির পর ফ্রেন্স পালিশ করিয়ে নিলেই সাধারণ সেগুন কাঠের মতোই ঠিক ভিনিয়ার্ড বোর্ডের ফার্নিচার গৃহের সৌন্দর্য বাড়াবে। তবে যদি কাঠের রঙে না যেতে চান তাহলে সাধারণ কমার্শিয়াল বোর্ড যা দামে সাশ্রয়ী তা ব্যবহার করে 'ডুকো' পেইন্ট করিয়ে নিতে পারেন। কালারফুল ফার্নিচার আপনার লিভিং রুমকে অবশ্যই নতুন মাত্রা দিতে সাহায্য করবে।